দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...12 APR 1997
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

16

২০ বছর চাকরির পরেও শিক্ষা বিভাগের ১৩৯ জন কর্মচারীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত

কামাল উদ্দীন জোয়ার্দার ঃ চুয়াডাঙ্গা ঃ দেশের প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের জেলা ও বিভাগে নিয়োজিত ১৩৯ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী ২০ বছর চাকরি করার পরেও তাদের চাকরির ভবিষ্যৎ অনিশ্চিয়তার মধ্যে রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, ১৯৭৬ সালে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের আওতায় ৮ হাজার সহকারী শিক্ষক, ৩শ' সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার, ৪৫৪টি টেকনিক্যাল ও নন-টেকনিক্যাল পদসহ প্রকল্পের অধীনে পৃথকভাবে জয়দেবপুর পিটিআই-এর জন্য ৩০টি পদ সৃষ্টি ও লোক নিয়োগ করা হয়েছিলো। প্রকল্প সমাপ্তির পর পদগুলো অনুমোদিত প্রকল্পের পিপিতে উল্লেখসহ রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের জন্য একনেকেরও সুপারিশ ছিল।

১৯৯১ সালের মে মাসে প্রকল্প সমাপ্তির পর চুক্তি ও শর্ত অনুযায়ী সংস্থাপন ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতিক্রমে প্রকল্পের ৭৪১১টি পদ রাজস্ব খাতে স্থানান্তর করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে সহকারী শিক্ষকের ৮ হাজার পদের মধ্যে কর্মরত পদ ৭১৮৫টি এবং সহকারী থানা শিক্ষা অফিসারের ৩শ' পদের মধ্যে ২২৬টি পদ। জয়দেবপুরের পিটিআই-এর ৩০টি পদও রাজস্ব খাতে স্থানান্তর করা হয়েছে। অবশিষ্ট পদগুলো পরবর্তীতে রাজস্ব খাতে স্থানান্তর করা হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়। '৯৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাব দাখিল করার সময় ৪৫৪টি পদের মধ্যে ২৯৮টি পদে কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মরত ছিলো। ২৯৮টি পদের মধ্যে সম্প্রতি ১৫৯টি পদে নিয়োজিত ব্যক্তিদের ফ্যাসিলিটিজ বিভাগে রাজস্ব খাতের অধীনে স্থানান্তর করা হয়। কিন্তু বর্তমানে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের অধীনে ১৩৯টি পদ রাজস্ব খাতে স্থানান্তর করা হয়নি। পদগুলো রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের জন্য একাধিকবার আন্তঃমন্ত্রণালয়ের বৈঠক হয়েছে। কিন্তু অনুকূল সিদ্ধান্তের অভাবে এই স্বল্পসংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদ রাজস্ব খাতে স্থানান্তর হচ্ছে না। ফলে তারা অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। বর্তমানে কর্মরতদের মধ্যে অনেকেই চাকরির শেষ পর্যায়ে রয়েছেন এবং কয়েকজন মারাও গেছেন। পদগুলো রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত না হওয়ার কারণে মৃত কর্মচারী ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীগণের পরিবার পেনসন ও গ্রাচ্যুইটি হতে বঞ্চিত হচ্ছে। ১৩৯ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী বৈষম্যমূলক আচরণ পরিহার করে জাতীয় স্বার্থে মানবিক কারণে পদগুলো রাজস্বখাতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সরকারের নিকট আবেদন জানিয়েছেন।